শয়তানের প্রবেশপথ (পর্ব:৩)

প্রবন্ধটি পড়া হলে, শেয়ার করতে ভুলবেন না

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে-

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

লিখেছেনঃ নুমান বিন আবুল বাশার | **ওয়েব সম্পাদনাঃ** মোঃ মাহমুদ -ই- গাফফার

পর্ব ১ – পর্ব ২ – পর্ব ৩ – পর্ব ৪



কতিপয় হাদিসে উল্লেখিত তাহরীশের কিছু উদাহরণ

সোলাইমান বিন সারদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলের সা. সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম, ইতিমধ্যে দু'জন লোক পরস্পরকে গালমন্দ করছে। তাদের একজনের চেহারার রক্তিম হয়ে গেল এবং তার শিরা সমূহ ফুলে গেল। অত:পর নবী সা. বললেন,

إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد، فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

تعوذ بالله من الشيطان، فقال : وهل بي جنون؟ ذكر النبووي أن (الحديث فيه أن الغضب في غير الله تعالى من نزع الشيطان. شرح النووي على مسلم (১৬/২৪৬)

আমি এমন একটি শব্দ জানি যদি সে তা উচ্চারণ করে তার উপলব্ধি দূর হয়ে যাবে। যদি সে বলে আমি আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে পানাহ চাই তবে তার ক্ষোভ পড়ে যাবে। অত:পর সবাই তাকে বলল নবী সা. বলেছেন, তুমি আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় চাও, সে বলল আমার মধ্যে কি উন্মাদনার লক্ষণ আছে? নববী উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুতে ক্রোধ শয়তানের প্রভাব থেকে। এবং নবী সা. ঐ রাত্রিতে ভয় পেয়েছিলেন, যেদিন শয়তান দু'জনের সাহাবির অন্তরে কিছু কুমন্ত্রণা দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিল।

আলী ইবনে হুনাইন হতে বর্ণিত, নবী সা.-এর স্ত্রী সাফিয়্যা বনিতে হুয়াই তাকে সংবাদ দিয়েছে,

أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشرالغوابر من رمضان فتحدثت عنده ساعة من العشاء، ثم قامت تنقلب فقام معها النبي صلى الله يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله ثم نفذا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنما هي الصفية بنت حيي، قالا: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ما قال، قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما. رواه البخاري(৬২১৯)، ومسلم(২১৭৫)

তিনি রাসূলের সা. সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। ঐ মুহূর্তে তিনি মসজিদে রমজানের শেষ দশকে এতেকাফ অবস্থায় ছিলেন। অত:পর তিনি তার সঙ্গে রাতে কিছুক্ষণ কথা বললেন, তার পর তিনি ফিরে আসার জন্য দাঁড়ালেন। তার পর নবী সা. তাকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য তার সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। তার পর যখন সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই যখন নবী সা.-এর স্ত্রী উম্মে সালমার আবাস্থলে এর নিকট মসজিদের দরজায় পৌঁছোলেন, উভয়ের পাশ দিয়ে আনসারদের দু'জন ব্যক্তি অতিক্রম করল। উভয়ে রাসূল কে সালাম দিল। অত:পর রাসূল সা. তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, সে হল সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই। উভয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল সা. সুবহানাল্লাহ! রাসূল এর কথা উভয়ের কাছে বড় মনে হল। তিনি বললেন, নি:সন্দেহ শয়তান আদম সন্তানের রক্তের শিরায় উপশিরায় প্রবাহিত হয়। আমি ভয় করছি যে তোমাদের অন্তরে মন্দ ধরনা সৃষ্টি করে। ইবনে হাজর রহ. বলেন, নবী সা. তাদের উভয়ের মন্দ ধারণার কথা বলেন নি। কারণ তিনি উভয়ের ঈমানের দৃঢ়তার ব্যাপারে নিশ্চিত। তবে উভয়ের ক্ষেত্রে এ আশঙ্কা পোষণ করেছেন, শয়তান তাদেরকে এ ব্যাপারে প্ররোচিত করতে পারে। কেননা, তারা নিষ্পাপ নন। এ মন্দ ধারণা তাদের ধ্বংসের দিকে ধাবিত করতে পারে। তাই বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য এবং এরকম ঘটনায় তাদের পরবর্তীদের জন্য শিক্ষা স্বরূপ তিনি উভয়কে সঙ্গে সঙ্গে অবগত করালেন।

হাদিসে এসেছে,

> ***التحرز من التعرض لسوء الظن. فتح الباري لابن حجر(8/৩২৯)***
>
> *মন্দ ধারণার শিকার হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে হবে।*

জাবের রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. বলেছেন—

إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلته أعظمهم فتنة، يجيئ أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، قال: ثم يجيئ أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش: أراه قال: فيلتزمه. رواه مسلم(২৮১৩).

শয়তান তার সিংহাসন পানির উপর স্থাপন করে, অত:পর তার বাহিনী প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে মর্যাদায় সর্বনিম্ন যে সে সবচে' বড় ফেতনা সৃষ্টিকারী। তাদের একজন আসে এবং বলে, আমি এই কাজ করেছি ওটা করেছি। শয়তান তাকে বলে, তুমি কিছুই করোনি। অত:পর তাদের আরেকজন এসে বলে আমি কোন কিছুই ছাড়িনি। এমনকি অমুক ও তার স্ত্রীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছি। অত:পর শয়তান তার নিকটে যাবে এবং বলবে হ্যাঁ, তুমিই আসল কাজ করেছ। অত:পর সে তাকে জড়িয়ে ধরবে।

> *عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لايشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. رواه البخاري (৭০৭২)*
>
> *রাসূল সা. বলেছেন, তোমাদের কেউ স্বীয় ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র দিয়ে ইঙ্গিত করবে না। হতে পারে, অজান্তেই শয়তান হাত থেকে অস্ত্র নিয়ে নিবে। যার ফলশ্র"তিতে সে জাহান্নামের অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে।*

নবী সা.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. বর্ণনা করেন—

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت: فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة؟ أغرت؟ فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:أقد جاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال: نعم، قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم، قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال:نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. رواه مسلم (২৮১৫)

রাসূলুল্লাহ সা. একরাতে তার কাছে থেকে বের হয়েছেন। তিনি বলেন, অত:পর তার উপর অভিমান করি। অত:পর তিনি আসলেন, ও আমাকে দেখলেন আমি কি করছি। অত:পর বললেন, হে আয়েশা ! তোমার কি হয়েছে? তুমি কি অভিমান করেছ? তার পর আমি বললাম, আমার মত নারী আপনার ওপর অভিমান করবে না তো কি হবে? অত:পর রাসূল সা. বলেছেন তোমাকে কি শয়তান আক্রান্ত করেছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল আমার সঙ্গে ও কি শয়তান আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আছে। আমি বললাম, প্রত্যেক মানুষের সঙ্গেই কি শয়তান আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সা. আপনার প্রভু আমাকে তার বিরুদ্ধে সহযোগিতা করেছেন, ফলে সে মুসলমান হয়ে গেছে।"

(৯) এবাদত সমূহকে বিনষ্ট বা ক্ষতি সাধনের প্রয়াস: যেমন এদিক সেদিক তাকানোর মাধ্যমে নামাজের মনোযোগ নষ্ট করাও নামাজে কুমন্ত্রণা দেওয়া। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

> *هو اختلا س يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري (৭৫১)*
>
> *এটা ও এক প্রকার চুরি। শয়তান মানুষের নামাজ থেকে তা চুরি করে।*

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসূল বলেছেন,

> *إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين ، فإذا قضى النداء أقبل ، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر ، حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ، يقول:اذكر كذا ، اذكر كذا ، لما لم يكن يذكر ، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى ؟رواه البخاري (৬০৮) ومسلم (৩৮৯)*
>
> *যখন নামাজের জন্যে আহ্বান করা হয়, শয়তান পিঠ-পিছে দৌড়ে যতক্ষণ না সে আজান শুনতে পায়। যখন আজান শেষ হয় সে সামনে অগ্রসর হয়। যখন নামাজের কাতার সোজা করা হয় সে পিঠ ফিরে চলে যায়। অত:পর যখন একামাত শেষ হয় সে মানুষকে ও তার প্রবৃত্তিকে ধোঁকা দেয়, সে বলে, তুমি অমুক জিনিস, স্মরণ কর, ওটা মনে কর, যা সে ইতি পূর্বে মনে করতে পার ছিল না। এভাবে মানুষ কত রাকাত নামাজ পড়েছিল তা বলতে পারে না।*

(১০) কাফের ও ফাসেক বন্ধুদের প্রতি মন্দ চিন্তা ভাবনা, অশ্লীল কথাবার্তা ও ত্র"টি পূর্ণ কাজের মাধ্যমে ম্যাসেজ প্রদান: তারা এ পদ্ধতিতে মুমিনকে তার এবাদতের প্রতি দৃঢ় আস্থা থেকে বিচ্যুতি, আল্লাহর শরিয়ত, বিধি-বিধান ও ওয়াদায় সন্দেহ সৃষ্টির অপচেষ্টা লিপ্ত হয়। শয়তান মন্দ কাজের প্রতি ভালোবাসা ও কল্যাণময় কাজের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্টা করে।

> ***وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. الأنعام : ١٢١***
>
> *'(জবেহের সময়) যার ওপর আল্লাহ তাআলার নাম নেয়া হয়নি, সে (জন্তুর গোশত) তোমরা কখনো খাবে না, (কেননা) তা হচ্ছে জঘন্য গুনাহের কাজ। শয়তানের (কাজই হচ্ছে) তার সঙ্গী সাথিদের মনে প্ররোচনা দেয়া, যেন তারা তোমাদের সাথে (এ নিয়ে) ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়, যদি তোমরা তাদের কথা মেনে চলো, তাহলে অবশ্যই তোমরা মুশরিক হয়ে পড়বে।*

মহান আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

> ***أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا مريم : ٨٣***
>
> *হে নবী তুমি কি (এবিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করোনি, আমি (ঠিকভাবে) কাফেরদের ওপর শয়তানদের ছেড়ে দিয়ে রেখেছি, তারা (আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে) তাদের ক্রমাগত উৎসাহ দান করছে।*

শয়তান যখন মানুষের অন্তরের ওপর ক্ষমতাবান হয়, সে তাকে গুনাহ, পাপাচারের প্রতি আসক্ত করে এবং তাকে মন্দের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আর যখনই গুনাহ মেষ হয় সে তার কাছে ফিরে আসে। এভাবে তার প্রবৃত্ত কখনোই পাপাচার ও অন্যায় থেকে পরিতৃপ্ত হয় না। দুনিয়াতে এটাই হচ্ছে তার জন্য ছোট শাস্তি। আর পরকাল-এর শাস্তি তো কঠিন, ও চিরস্থায়ী।

(১১) এক স্তর থেকে অন্য স্তরে মানুষের স্থানান্তরের ক্রমধারা: শয়তান মানুষের মধ্যে সবচে' ভাল ব্যক্তিকে একবার কুফরের প্রতি স্থানান্তরের জন্য খুবই লালায়িত। কিন্তু একাজটি সহজসাধ্য নয়। তাই সে পদে পদে তাকে নিয়ে অগ্রসর হয়। এক্ষেত্রে সে নানা পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে। এবাদত ও কল্যাণ মূলক কাজের ক্ষেত্রে সে যে পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে, তা হচ্ছে,এবাদতকে কষ্ট সাধ্য করে তোলা ও তা থেকে অনীহা সৃষ্টি করা যাতে মানুষ এবাদতের ক্ষেত্রে অলসতা করে। এ কারণেই আমাদেরকে প্রতি প্রত্যুষে অলসতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমরা সকাল কাটিয়েছি এবং গোটা রাজত্ব আল্লাহর, হে প্রভু আমি তোমার কাছে অলসতা থেকে পানাহ চাই। যখন এবাদতের ক্ষেত্রে অলসতা করবে সে তা ছেড়ে দেবে। অথবা তাকে দেরিতে আদায় করবে, আমরা বিলম্বে ক্ষতি সম্পর্কে অবগত হয়েছি। মন্দ পাপের বিষয়ে সে এগুলোকে মানুষের কাছে সুন্দর, সুশোভন ও পছন্দনীয় করে উপস্থাপন করে। এবং তার কাছে বিষয়টি হালকা করে পেশ করে ফলে সে গুনাহের ক্ষতি সম্পর্কে আন্দাজ করতে পারে না। আর যদি মানুষ গুনাহ থেকে নিবৃত্ত থাকে তবে সে গুনাহকে সত্যের সাথে গুলিয়ে ফেলে এবং বিষয়টিকে তার কাছে অস্বচ্ছ রাখে। এবং তার জন্য দোষমুক্ত হওয়ার নানা উপায় তৈরি করে, যাতে সে প্রথমবার পাপাচারে লিপ্ত হয়। এভাবে পরবর্তী মুহূর্তে তার পক্ষে তা অনেক সহজ মনে হয়।

তার পর সে যখন গুনাহ থেকে ফেরার বা তাওবা ইচ্ছা পোষণ করে, শয়তান তাকে বলে, তুমি তো কিছু করোনি, তুমি এখনও যুবক রয়েছ, যাতে সে আল্লাহর কৌশল থেকে নিশ্চিন্ত থাকে।

আর যদি সে তাওবার জন্য খুব বিচলিত বোধ করে শয়তান তাকে বলে, তুমি এটা করেছে, ওটা করেছ, তাকে সমস্ত গুনাহ ও অপরাধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে সে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে পড়ে শয়তানের প্রথম পদক্ষেপ থেকে বেঁচে থাকা ছাড়া মানুষের পক্ষে কোন কল্যাণ আসবে না, মানুষের থেকে কখনো এমন কথাও শোনা যায় যা গুনাহকে সহজ করে দেয় ও এবাদতের ক্ষেত্রে নিরাসক্তি বিরাগ করে রাখে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. النور : ٢١

'হে মানুষ তোমরা যারা ঈমান এনেছ, তার কখনো শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না, তোমাদের মধ্যে যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সে যেন জেনে রাখে যে

(অভিশপ্ত শয়তান) তো তাকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ দেবে, যদি তোমাদের ওপর আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহ না থাকে, তাহলে তোমাদের মধ্যে কেউই কখনো পাক পবিত্র হতে পারতো না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে পবিত্র করেন এবং আল্লাহ তাআলা (সবকিছু) শোনেন, তিনি (সবকিছু) জানেন।

তাই শয়তানের পদক্ষেপ সমূহ, চেষ্টা, উপায় ও পথ সম্পর্কে জানা একান্ত আবশ্যক। তাহলেই তার ফাঁদে পড়ে গেলে সেখান থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব। আর পথের শুরু থেকেই বিচ্যুতি থেকে বেচে থাকা পরবর্তী সময়ের তুলনায় অনেক সহজ।

শয়তানের প্রবেশ পথ থেকে বাচার উপায় :

শয়তানের প্রতিটি পথ সমূহ থেকে মুক্তি লাভের উপযুক্ত চিকিৎসা, ঔষধ রয়েছে, আল্লাহর রহমতে যা প্রয়োগ করে মুক্তি লাভ করা যায়। ইতিপূর্বে এই বিষয়ে কিছু আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে শয়তানের সকল চক্রান্ত থেকে পরিত্রাণ লাভের সাধারণ উপকারী কিছু পথ নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।

প্রথমত: আল্লাহ ভীতি তার আনুগত্য করা এবং তার নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকা: এটা এমন একটি প্রতিরক্ষা কবচ যা শয়তানের সমূহ ষড়যন্ত্রকে সমূলৎপাটন করে। অত:পর মানুষ যখন কোন দুর্বল অবস্থায় পতিত হয়, তখন তাওবা, আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ ও গুনাহ থেকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়া শয়তানের ষড়যন্ত্র ও কূট চালের সমস্ত প্রভাব দূর করে দেয়। আর শয়তান আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের এবাদত বিঘ্ন সৃষ্টির ক্ষেত্রে অক্ষমতা, ও দুর্বলতা সম্পর্কে নিজেই স্বীকারোক্তি দিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইবলিসের ঘটনায় বলেন,

> ***٤٠: قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. الحجر***
>
> *‘সে বলল, আমার মালিক, তুমি যেভাবে (আজ) আমাকে পথভ্রষ্ট করে দিলে (আমি ও তোমার শপথ করে বলছি) আমি মানুষদের জন্য পৃথিবীতে তাদের (গুনাহের কাজ সমূহ) শোভন করে তুলব এবং তাদের সবাইকে আমি পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব তবে তাদের মধ্যে যারা তোমার খাটি বান্দা তাদের কথা আলাদা।*

আল্লাহ তাআলা শয়তান সম্পর্কে আলোচনা করে বলেন,

৮৩ : قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. ص

‘সে বলল, (হ্যাঁ), তোমার ক্ষমতার কসম (করে আমি বলছি) আমি তাদের সবাইকে বিপথ গামী করে ছাড়ব, তবে তাদের মধ্যে যারা তোমার একনিষ্ঠ বান্দা তাদের ছাড়া। অতএব যে ব্যক্তি শয়তানের ভ্রষ্টচারিতায় আক্রান্ত হবে, আল্লাহর ভয় ভীতি, পর্যবেক্ষণ এসব কিছু তাকে অলসতা থেকে জাগ্রত করবে এবং খোদাভীরুদের স্মরণ করিয়ে দেবে। অত:পর যখন তারা স্মরণ করবে তাদের দৃষ্টি খুলে যাবে এবং দৃষ্টি থেকে আবরণ সরে যাবে, অত:পর তারা হয়ে যাবে দৃষ্টিমান।

আল্লাহ তাআলা বলেন

> ***২০১ : ِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ الأعراف***
>
> *‘আল্লাহ তাআলাকে যারা ভয় করে তাদের যদি কখনো শয়তানের পক্ষ থেকে কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে, তবে তারা (সাথে সাথেই) আত্মসচেতন হয়ে পড়ে, তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়।*

দ্বিতীয়ত: জামাতের প্রতি লোভ: ইসলাম জামাতের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে। কেননা তা শয়তানকে বিতাড়িত করে।

ইসলামের অধিকাংশ এবাদত ও মুআমালাত এই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। শয়তানের ষড়যন্ত্রে থেকে সুরক্ষায় এর প্রভাব সুস্পষ্ট।

(১) জামাতের সঙ্গে নামাজ : রাসূল সা. বলেছেন—

> ***ما من ثلاثة في قرية ، ولابدو ، لاتقام فيهم الصلاة ، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان ، فعليك بالجماعة ، فإنما يأكل الذئب القاصية. رواه أبوداود (৫৪৭)، والناسائي (৮৪৭) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (৫১১).***
>
> *যে গ্রামে বা পল্লিতে তিনজন একত্রে আছে, অথচ তাদের মধ্যে জামাত কায়েম হয় না, শয়তান তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। হে প্রিয় বন্ধু! তুমি কিন্তু জামাতের প্রতি গুরুত্ব দেবে। কারণ, ছাড়া বকরি বাঘে খায়। তাই জামাতের গুরুত্ব দিতে হবে।*

(২) সফরে জামাত : রাসূল সা. বলেছেন—

> ***الراكب شيطان ، والراكبان شيطانان ، والثلاثة ركب. رواه أبوداود (২৬০৭)، والترمذي (১৬৭৪) و حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (২২৭১).***
>
> *একজন মুসাফির শয়তান, দু'জন মুসাফির দু'ই শয়তান, তিনজন মিলে একটি মুসাফির দল।*

(৩) বাড়িতে একত্র সমাবেশ : আবু ছালাবা আল খাশানী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. যখন কোন বাড়িতে অবস্থান নিতেন লোকেরা বিভিন্ন উপত্যকা ও ঘাটিতে পৃথক হয়ে যেত। অত:পর রাসূল সা. বলেছেন,

إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم. رواه أبوداود (২৬২৮)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (২২৮৮).

বিভিন্ন ঘাটি ও উপত্যকায় তোমাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। অত:পর যখনই তিনি কোন বাড়িতে অবস্থান নিয়েছেন একে অপরের সাথে মিলে মিশে থাকত। বলা হয় যদি তাদের ওপর কাপড় বিছিয়ে দেয়া হত সবাইকে তা ঢেকে ফেলত।

ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ

'আপনিও হোন ইসলামের প্রচারক'
প্রবন্ধের লেখা অপরিবর্তন রেখে এবং উৎস উল্লেখ্য করে আপনি Facebook, Twitter, ব্লগ, আপনার বন্ধুদের Email Address সহ অন্য Social Networking ওয়েবসাইটে শেয়ার করতে পারেন, মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিন। "কেউ হেদায়েতের দিকে আহবান করলে যতজন তার অনুসরণ করবে প্রত্যেকের সমান সওয়াবের অধিকারী সে হবে, তবে যারা অনুসরণ করেছে তাদের সওয়াবে কোন কমতি হবেনা" [সহীহ্ মুসলিম: ২৬৭৪]